টেপ-সিডির চক্রে বেতার আর্কাইভ

সাজিয়া আফরিন

জনাব শরীফউদ্দিন ঢাকায় থাকেন বহু বছর। গ্রামের বাড়ি পাবনা। সেখানে তার তেমন কেউ নেই। তাই খুব একটা যাওয়াও হয় না। ছেলে-মেয়েরা সব সময় গ্রামে যাওয়ার কথা বলে। এবার ঈদের ছুটিতে ছেলে-মেয়েরা খুব করে ধরেছে গ্রমে যাবে। তারও অনেক দিনের ইচ্ছা গ্রামে যাওয়ার। তাই আর দেরি না করে রওনা হলেন।

গ্রামে গিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তিনি শুনলেন বাংলাদেশ বেতারের ঘোষণা...। তিনি অবাক হলেন, এখনো মানুষ রেডিও শোনে। তিনি আরো অবাক হলেন এটা শুনে যে, প্রায় প্রতিটি বাড়ির মানুষই রেডিও শোনে। তার মনে পড়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ সময়ের কথা। সে সময় রেডিও শোনার জন্য কীভাবে তারা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। এখনো যেন কানে বাজে নাটক 'জল্লাদের দরবার' বা 'চরমপত্র'।

এ ধরনের পুরনো অনুষ্ঠান সংগ্রহের কাজ করে বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন বিভাগ। অর্থাৎ আর্কাইভের মূল দায়িত্ব হলো ট্রান্সক্রিপশন বিভাগের। এই ট্রান্সক্রিপশন বিভাগের যাত্রা শুরু ১৯৭২ সালের ১১ আগস্ট। তখন থেকেই শুরু হয় আর্কাইভের কাজ।

বেতার আর্কাইভে মোট ৩৬টি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংরক্ষিত রয়েছে। সাক্ষাৎকার, ভাষণ, পল্লীগীতি, নজরুলগীতি ইত্যাদি। বেতার আর্কাইভে সব অনুষ্ঠান সংরক্ষণ করা হয়েছে টেপে এবং এর বেশির ভাগের একটি মাত্র মাস্টার প্রিন্ট। তবে সম্প্রতি তারা এসব টেপ সিডিতে রূপান্তর শুরু করেছে।

২০০৪ সাল পর্যন্ত যেসব অনুষ্ঠান সংরক্ষণ করা হয়েছে তার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। প্রায় ৩০-৩৫ হাজার টেপ তারা সিডিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিলেও এখন পর্যন্ত করা হয়েছে মাত্র ১ হাজার ১০০টি। গত বছর ফেব্রুয়ারি থেকে সিডি তৈরির কাজ শুরু হয় এবং এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ২ বছর। তবে এ কাজ কবে শেষ হবে তা কেউ জানে না। সঠিক কোনো তথ্য বেতারের কেউ বলতে পারে না।

AIDB-র সহযোগিতায় এ কাজ চলছে। তারাই বেতার কর্মীদের ট্রেনিং দিচ্ছে। কাজ চলছে খুবই ধীর গতিতে বিভিন্ন কারণে কাজ বন্ধ হয়েছে বিভিন্ন সময়। বর্তমানে আবার ও কাজ বন্ধ রয়েছে।

এর কারণ জানতে চাইলে বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন বিভাগের পরিচালক শামসুল আলম জানান, 'ট্রান্সক্রিপশন বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর এখন মালয়েশিয়ায় ট্রেনিংয়ে আছেন। ফলে আপাতত কাজ বন্ধ রয়েছে'। এভাবে মেশিন চেইঞ্জ, কম্পিউটার ট্রেনিং সেমিনার প্রভৃতি কারণে বন্ধ থাকছে সিডি তৈরির প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশ বেতার প্রতিদিন গড়ে ৩৫ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এ ছাড়াও রয়েছে দৈনিক সাড়ে সাত ঘন্টার ট্রাফিক চ্যানেল। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ চ্যানেলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই মূলত ট্রাফিক চ্যানেল সম্প্রচার করা হয়।

একেকটি অডিও টেপে ৩০-৩২ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠান ধারণ করা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের ভাষণ, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার, গান ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবে সংবাদ এখানে সংরক্ষণ করা হয় না। এ সম্পর্কে শামসুল আলম বলেন, 'সব অনুষ্ঠানের রেকর্ড রাখা সম্ভব নয়। দৈনিক গড়ে ৩৫ ঘন্টার অনুষ্ঠান আমরা প্রচার করি। এ ছাড়াও রয়েছে ট্রাফিক চ্যানেল।'

ট্রান্সক্রিপশন বিভাগ বিভিন্ন সেশনের চাহিদা অনুযায়ী তাদের অনুষ্ঠান সরবরাহ করে থাকে। অর্থাৎ আঞ্চলিক কেন্দ্র তাদের চাহিদা মতো অনুষ্ঠানের রেকর্ড পায় ট্রান্সক্রিপশন বিভাগের আর্কাইভ থেকে। আবার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেও ট্রান্সক্রিপশন বিভাগ অনুষ্ঠান রেকর্ড করে। এর ফলে দেখা যায়, ট্রান্সক্রিপশনের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হচ্ছে বান্দরবান কেন্দ্রে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বেতার টেলেন্ট হান্টিং প্রোগ্রাম শুরু করে। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে বের হয়ে আসে বহু শিল্পী। সংরক্ষিত হয় বহু গান। জানা যায়, প্রায় ৩৩ হাজার ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি ও আঞ্চলিক গান এই টেপ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

আশির দশকে গানকে বাঁচানোর জন্য শুরু হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে শিল্পী এবং বাদ্যযন্ত্রীদের খোঁজ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাদের এনে গান গাওয়ানো হয় এবং তা রেকর্ড করে সংরক্ষণ করা হয়।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ৬২টি টেপ দিয়ে এ আর্কাইভের যাত্রা। এখন এর সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। সংরক্ষিত এই টেপ যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য আর্কাইভ কক্ষের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বহুদিন অব্যবহৃত থাকালে টেপে ফাঙ্গাস পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কিছু দিন পর পর টেপগুলো রিলে করা হয়। জানা যায়, অনেক দিন অব্যবহৃত থাকায় অনকে টেপের মান খারাপ হয়ে গেছে। তবে এ সম্পর্কে বেতার কর্তৃপক্ষ বলেন, 'যান্ত্রিক জিনিস, বহুদিন পর এর কার্যক্ষমতা একটু হলেও তো কমবে। একদম ১০০% আগের মতো থাকা তো সম্ভব না।'

বাংলাদেশ বেতারের যাত্রা শুরু ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তখন এর নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া রেডিও ঢাকা।' কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ইংরেজি বাণী এখানে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়। তারপর পুনরায় ১৯৪৮ সালে এর নামকরণ করা হয় রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা। এভাবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছরের ইতিহাস। কিন্তু সেসব কিছুই সংরক্ষিত নেই বেতারের আর্কাইভে। পাকিস্তান আমলের সব রেকর্ডই ছিল মূল কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে। স্বাধীনতার প্রায় ৩৪ বছরেও এখন পর্যন্ত কোনো সরকারই সেসব অনুষ্ঠান আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

এই টেপ লাইব্রেরি জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নয়। সাধারণত বাইরের কাউকে এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে দেয়া হয় না। এ সম্পর্কে ট্রান্সক্রিপশনের শামসুল আলম বলেন, 'এই আর্কাইভ সাধারণত বাইরের কেউ ব্যবহার করতে পারে না। তবে যদি গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আসে তাহলে হয়তো বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আর্কাইভ ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এমন কেউ খুব একটা আসে না।'

বেতার কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেছিল, ২০০৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংগৃহীত টেপগুলো সিডিতে রূপান্তর করা হবে। ২০০৫-এর জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠান সিডি ও টেপ উভয় মাধ্যমেই রেকর্ড করা হবে। কারণ এখন পর্যন্ত মিউজিক ডিরেক্টররা মেটালিক শব্দের জন্য টেপে রেকর্ড করতে চায় বলে জানায় বেতার কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রায় সবকিছু বিশেষ করে গান এখন পর্যন্ত শুধু টেপেই রেকর্ড করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের ভাষণগুলো হয়তো টেপ ও সিডি উভয় মাধ্যমেই করা হচ্ছে। কাজেই আবার তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন টেপের সংগ্রহ। আবার সেগুলোকে করতে হবে সিডি। ফলে তৈরি হচ্ছে টেপ সিডির চক্র। আর এই সিডির কার্যক্ষমতার প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে।